দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... […] ... কলাম ... […]

ভোলা : স্কুলে শ্রেণী কক্ষ না থাকায় ক্লাস চলে খোলা মাঠে —ইত্তেফাক

ঝড়ে বিধ্বস্ত স্কুল মেরামত না হওয়ায় বন্ধের পথে পাঠদান

■ ভোলা উত্তর প্রতিনিধি ও চরফ্যাশন সংবাদদাতা

ভোলার চরফ্যাশনের বিচ্ছিন্ন ইউনিয়ন মুজিবনগরের সিকদারচর প্রাইমারী স্কুলের পাঠদান বন্ধ হতে চলেছে। কালবৈশাখী আর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে তিনবার বিধ্বস্ত হয়েছে বিদ্যালয়টির কাঁচা টিনশেড ঘর। শিক্ষকদের টাকায় দু'বার গৃহটি সংস্কার করা হলেও তৃতীয়বার আর তা হয়নি। ফলে মহাসেনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিদ্যালয় গৃহটি নেই। তাই শ্রেণী পাঠদানের কাজ চলছে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাটির কিল্লার উপর খোলা মাঠে এবং মুদি দোকানে। শীতের ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মের তাপদাহ উপেক্ষা করে এভাবে চললেও সামনের বর্ষায় পাঠদান বন্ধ হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। গ্রামে আর কোন স্কুল না থাকায় সিকদারচরের ২৬০ জন শিশু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে আছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাইনুদ্দিন জানান, ২০১০ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর ২০১১ এবং ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে কালবৈশাখীর ঝড়ে স্কুলঘরটি বিধ্বস্ত হয়। সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের আঘাতে আবারো বিধ্বস্ত হয় ঘরটি। কিন্তু স্কুলগৃহ নির্মাণ বা সংস্কারে সরকারি-বেসরকারি কোন সূত্র থেকে কোন সহযোগিতা মেলেনি। স্থানীয় স্কুলশিক্ষিকা লিপি আক্তার জানান, প্রথম দু'বার কর্মরত শিক্ষকরা টাকা দিয়ে স্কুলঘর নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করেছে। মহাসেনের পর ঘরটি নির্মাণের সামর্থ্য শিক্ষকদের নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, স্কুলের করুণদশা সম্পর্কে আমাকে কেউ অবহিত করেনি। খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।